বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আরও দেখান হইল যে, পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত 'অসৎ প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থও শ্রীমূর্ত্তিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারাই অসৎ প্রসঙ্গ শ্লোকে উক্ত 'চরণ' শব্দ অতিশয় ভক্তি অর্থেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'গন্ধ' শব্দের অর্থ তোমার শ্রীমূর্ত্তির বর্ণ, আকার প্রভৃতির মাধুর্য্য নাসা বিবরের দ্বারা যেমন পরম সুগন্ধি বস্তুর গন্ধ আস্বাদন করা হয়, তেমনই সেই সকল মহাভাগবত-গণ কর্ণবিবরের দ্বারা তোমার বর্ণ ও আকারাদির মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া থাকে। মূল শ্লোকে উল্লিখিত 'শ্রুতিবাতনীতং' অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগত শব্দান্তরই বায়ু, সেই বায়ুদ্বারা কর্ণবিবর প্রাপ্ত। অতএব তাঁহারা প্রেমলক্ষণা পরমাভক্তির দ্বারা তোমার চরণ হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া তুমি তাঁহাদের হৃদয় ত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হও না। ২৪৯।

অথ গুণশ্রবণম্—কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্। বিজ্ঞান-বৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতী র্ন তু পারমার্থ্যম্। যত্তূত্তমশ্লোক-গুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ২৫০ ॥

টীকা চ—রাজবংশানুকীর্ত্তনস্য তাৎপর্য্যমাহ কথা ইমা ইতি। বিজ্ঞানং বিষয়াসারতাজ্ঞানম্। ততো বৈরাগ্যম্। তয়োর্বিবক্ষয়া। পরেয়ুষাং মৃতানাং বচোবিভূতী র্বাগ্‌বিলাসমাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তমাহ যস্থিতি। অত্র যৎ ক্বচিৎ শ্রীরামলক্ষ্মণদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রিন্যায়েন পঠ্যন্তে তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি নিগমকল্পতরোরিত্যাদ্যনুসারেণ সর্ব্বস্যৈব প্রসঙ্গস্য রসরূপত্বং তথাপি ক্বচিৎ সাক্ষাদ্ভক্তিময়-শান্তাদিরসরূপত্বং ক্বচিত্তদুপকরণশান্তাদিরসরূপত্বং চ সমর্থনীয়ম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভক্তিরসেঽপি তারতম্যমিতি। গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ। তদ্‌গুণকীর্ত্তেঃ স্বভাব এবাসাবিতি শ্রীগীতাস্বপি দৃষ্টম্, স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেত্যাদৌ। অত্র মহাভাগবতানামপি ভগবত ইব গুণশ্রবণং মতম্, তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতামিতি শৌনকোক্তেঃ। যদ্যপ্যত্র গুণশব্দেন রূপলীলয়োরপি সৌষ্ঠবং গৃহ্যতে তথাপি তৎপ্রাধান্যনির্দ্দেশাৎ পৃথক্‌গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি ভক্তিং প্রেমাণম্। অমলাং কৈবল্যাদীচ্ছারহিতাম্ ।১২।৩। শ্রীশুকঃ ॥ ২৫০ ॥

অনন্তর গুণশ্রবণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছেন। শ্রীশুকমুনি ১২।৩।১৪ ও ১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন! আমি যে তোমার নিকটে রাজবংশের চরিত্র বর্ণন করিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল মহাপুরুষ ইহলোকে যশ বিস্তার করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল জীবনচরিত—যাহা তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম, তাহা